ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন:
অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

২৩ এপ্রিল ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

আবু সা□দ মো. জুয়েল মিয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মো. মোস্তফা কামাল, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার **শাহজাদা এম আকরাম**। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন প্রকাশ: ২৩ এপ্রিল ২০১৯

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার, বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প খাত যার অবদান মোট দেশজ রপ্তানির ৮৩.৫১% (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ৩০,৬১০ মিলিয়ন ডলার) এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১১.১৭%। এটি একটি শ্রমঘন প্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং এ খাতে কর্মরত শ্রমিক ৪.৪ মিলিয়ন। এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিকের হার ৬০% (তবে এটি ক্রমান্বয়ে কমছে, ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৮০%, ২০১৬ সালে ৬৪% এবং ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৬০%) এবং দেশের মোট কর্মরত নারী শ্রমিকের ৬৪% তৈরি পোশাক খাতে নিয়োজিত। টিআইবি কর্তৃক ২০১৩ সালে পরিচালিত গবেষণায় রানা প্লাজা দুর্ঘটনা তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণাটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রমে আইনের শাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, কারখানা নিরাপত্তা, শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী এ খাতের বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি এবং তা থেকে উত্তরণে টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণে টিআইবি কর্তৃক ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি তৈরি পোশাক খাতের সুশাসনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান ফলো-আপ গবেষণাটি পরিচালিত করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

২. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে বিভিন্ন অংশীজন যেমন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয়, রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক, পোশাক শ্রমিক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও পোশাক খাত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট হতে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময় ছিল এপ্রিল ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৯ এবং তথ্য সংগ্রহের সময়কাল মে ২০১৮ থেকে এপ্রিল ২০১৯।

৩. গবেষণার ফলাফল

৩.১ বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি

বিগত ২০১৩-১৯ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩৯% অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৯% অগ্রগতি চলমান। তবে ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে বা স্থবির আছে ১২% উদ্যোগ।

৩.১.১ আইন প্রয়োগে অগ্রগতি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধন ২০১৩) সংশোধন করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় এবং নভেম্বর ২০১৮-এ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কারখানার মোট শ্রমিকের ৩০% শ্রমিকের সমর্থনের স্থলে ২০% শ্রমিকের সমর্থনের বিধান করা হয়েছে। আবার কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথাক্রমে দুই লক্ষ টাকা এবং দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে 'শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালাটিতে শ্রমিকদের জন্য বছরে দুটি উৎসব ভাতা এবং ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে। এছাড়া, ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪ সম্পর্কে মালিকপক্ষের আপত্তিতে (অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নযোগ্য না হওয়া, মালগুদাম মাসুল অতিরিক্ত হওয়া ইত্যাদি) নির্বাহি আদেশে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয় ও বিধিমালা পর্যালোচনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রানা প্লাজার মালিক ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং শ্রম আদালতে একাধিক

মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সিআইডি দায়েরকৃত মামলায় ২০১৫ সালে দন্ডবিধি আইনে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি ইমারত আইনের মামলায় ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় দুদকের দায়ের করা তিনটি মামলায় একটির চার্জশিট প্রদান, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের মামলায় মার্চ ২০১৮ সালে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানার তিন বছর এবং তার মা'র ছয় বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি তাজরিন ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় ২০১৫ সালে তাজরিন ফ্যাশন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। আবার, স্পেকট্রাম ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন মিলে ২০০৫ সালে হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করে।

৩.১.২ ব্যবসাবান্ধব নীতি সহায়তায় অগ্রগতি

ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই সহায়তার আওতায় তৈরি পোশাক ব্যবসায় নীতি সহায়তা বৃদ্ধি করা যেমন কর্পোরেট ট্যাক্স ১৫% থেকে ১২% এবং গ্রীন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ১৪% থেকে ১০% করা। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য খাতে কর্পোরেট ট্যাক্স ১৫%-৪৫%। এর পাশাপাশি প্রস্তাবিত উৎস কর ০.৬% থেকে ০.২৫%-এ নির্ধারণ, অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫% ডিউটি নির্ধারণ, বন্দর সেবা গ্রহণে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট মওকুফ ও নতুন বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৪% নগদ সহায়তাসহ তিন ক্ষেত্রে মোট নগদ সহায়তা ১০% থেকে ১২% উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া বন্ডেড ওয়্যার হাউসের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট সুবিধার ৪৪,৮১০ কোটি টাকার ৯৬% (৪৩,০১৮ কোটি) তৈরি পোশাক খাতকে প্রদান এবং অতিরিক্ত আমদানির ক্ষেত্রে নিয়মে শিথিলতা আনায়ন করা। আরো সুবিধা হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার সীমা বৃদ্ধি (২ কোটি ডলার) করা হয়েছে। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতের পরিবহন ব্যয়, ল্যাবরেটরি টেস্ট, তথ্য প্রযুক্তি ব্যয় ও শ্রমিক কল্যাণ ব্যয় সম্পূর্ণ ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে।

৩.১.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে ২০১৪ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে এবং এর বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৮টি বিভাগীয় ও ২৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে লাইসেন্স অনুমোদন ও পরিদর্শন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম পরিদপ্তকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে এবং কার্যক্রম পরিচালনায় আইএলও'র সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজউকের কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৪টি সাব-জোনে কার্যক্রম পরিচালনা, জোন পর্যায়ে ভবন তৈরির অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে ৩১২ জন পরিদর্শক, ফায়ার সার্ভিসের ২১৮ জন ওয়্যার হাউস ইন্সপেক্টর, রাজউকের ৪৮ জন পরিদর্শক ও ১৫৩ জন সহকারি পরিদর্শক, শ্রম অধিদপ্তরে ৪ জন শ্রমকর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ৬৪০ জনের ফাউন্ডেশন, ৩৬০ জনের আইন ও সেফটি সংক্রান্ত এবং ৪০ জনের বিদেশে প্রশিক্ষণ; শ্রম অধিদপ্তরের ৯ জনের বিদেশে এবং আইএলওর সহযোগিতায় ৬৭ জনকে দেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানসমূহে লজিস্টিকস বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিসের ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহি গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার উদ্যোগের অংশ হিসেবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটাইজড ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে 'লেবার ইনসপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (এলআইএমএ - LIMA)' প্রবর্তন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং, কারখানা লাইসেন্স ও নবায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন গ্রহণে অনলাইন সেবা, রাজউকের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন অনলাইন সেবার প্রচলন করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে অনলাইন সেবা গ্রহণে অগ্রগতি হয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে ছয় সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কাউন্সিলের এ পর্যন্ত পাঁচটি সভা সম্পন্ন হয়েছে এবং এই কাউন্সিলে আইএলও পর্যবেক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক পরিণ্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক প্রতিনিধি সম্বলিত "৩+৩+২" নামক একটি গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক এ খাতের উন্নয়নে দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প পর্যায়ের খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.১.৪ কারখানা নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি

কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশি ও বিদেশি অংশীজন কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় উদ্যোগ, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক তালিকাভুক্ত প্রায় সকল কারখানায় (৪৩৪৬টি) প্রাথমিক পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। সমন্বিত উদ্যোগের ৭৩% (২২০৭) কারখানার সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, এর মধ্যে অ্যাকর্ডভুক্ত ৯২%, অ্যালায়েন্সভুক্ত ৯৮%, জাতীয় উদ্যোগের ৪.৫% কারখানার ৭০%-১০০% সংস্কার বাস্তবায়ন হয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় উদ্যোগভুক্ত ২৬% কারখানার ৩০%-৩৫% কারেকটিভ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক কারখানা সংস্কারে তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আবার জাইকা কর্তৃক কারখানা সংস্কারের জন্য ২৭৪ কোটি টাকার, সবুজ ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবি'র ২০ মিলিয়ন ডলার, আইএফসি'র ৪০ মিলিয়ন ডলার এবং সরকারের ৪০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অ্যাকর্ড কর্তৃক পাঁচটি ফ্যাক্টরিতে প্রায় ৫ লাখ ডলারের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইউএস গ্রীন বিল্ডিং নামক প্রতিষ্ঠান থেকে ৬৭টি কারখানার সনদ প্রাপ্তি এবং ২২৭টি কারখানা সনদের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। আবার পোশাক পল্লী তৈরির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দুই বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মিরসরাইয়ে ৫০০ একর জমিতে পোশাক পল্লী নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিজিএমইএ কর্তৃক এই ভূমির মূল্য বাবদ মোট ১০০ কোটি টাকা বেজাকে প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৪১ একর জমির জন্য ৭০টি কোম্পানির টাকা জমা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত পোশাক পল্লীতে অল্প খরচে ও সহজ কিস্তিতে প্লট বরাদ্দের সুযোগ রাখা হয়েছে। বায়ার প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কার্যক্রমের মেয়াদ পরবর্তী সরকারি উদ্যোগে সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আরসিসি'র প্রাথমিক কার্যক্রম ১৪ মে ২০১৭ সালে শুরু হয়েছে। সরকারের পাঁচটি দপ্তর (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর) এবং তিনটি টাস্কফোর্সের সমন্বয়ে আরসিসি'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আরসিসি'র কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার কর্তৃক ৮৩ জন প্রকৌশলীসহ মোট ১৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আইএলও কর্তৃক আরসিসি'র কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য তহবিল গঠন ও ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরসিসিতে অ্যাকর্ডের ১০০% সংস্কার কাজ সম্পন্ন এবং নন-ব্রান্ড ২০টি কারখানা হস্তান্তর করা হয়েছে।

৩.১.৫ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে অগ্রগতি

তৈরি পোশাক শিল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শনে জবাবদিহিতা আনয়নে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে মনিটরিং টিম গঠন এবং ডিজিটাল মনিটরিং-এর ব্যবস্থা, জেলা পর্যায়ে গণশুনানী আয়োজন, পরিদর্শন ৩৪৬৮ ও মামলা দায়ের ৫২, হেল্পলাইনে ২৯৮৫টি অভিযোগ গ্রহণ ও ২০৮৮টি (৭০%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শ্রম অধিদপ্তরে ১৯টি অভিযোগ গ্রহণ করে ১২টি (৬৩%) নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই অধিদপ্তরে ৪৫টি শ্রম বিরোধের মধ্যে ৩২টি (৭১%) নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিজিএমইএ'র আরবিট্রেশন সেলে ১৩৫৭টি অভিযোগ গ্রহণ ও ১২৫২টি (৯২%) নিষ্পত্তি করে ২৭৪১ জন শ্রমিকের ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার পাওনা আদায় করা হয়েছে। **এছাড়া** বায়িং হাউজসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া নীতি তৈরি প্রণয়ন করা হয়েছে। **আবার** কমপ্লায়েন্ট কারখানাসমূহে অভিযোগ বাক্স স্থাপিত হয়েছে।

৩.১.৬ স্বচ্ছতা আনয়নে অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে কারখানার পরিদর্শনকৃত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা, কারখানাসমূহের সকল প্রকার তথ্য সন্নিবেশিত করার জন্য "ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ" নামক প্রকল্প চালু করা এবং ৩১টি বায়ার কর্তৃক সাপ্লাই চেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন প্রায় ২৫০০ কারখানার তথ্য প্রকাশ করা। এছাড়াও শ্রম অধিদপ্তরে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের ডাটাবেজ তৈরিসহ সাধারণের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিজিএমইএ'র অর্থায়নে তৈরি ডাটাবেজে এখন পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ ৬৬ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর বায়োমেট্রিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩.১.৭ শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগ

মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মজুরি পর্যালোচনা এবং ন্যূন্যতম মজুরি নির্ধারণ করে ২০১৩ সালে ৭৬% মজুরি বৃদ্ধি করে ন্যূনতম মজুরি ৫,৩০০ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৬৬% বৃদ্ধি করে ৮,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ছয়টি গ্রেডে পুনরায় মূল মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিদিন শ্রমিকের মতামতের উপর ভিত্তি করে দু'ঘন্টা অতিরিক্ত কর্মঘন্টা নির্ধারণের বিধান করা হয়েছে এবং অধিকাংশ

কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টার পাওনা নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করা হচ্ছে। আইনে মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং উৎসবকালীন ছুটির বিধান করা হয়েছে এবং অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় শ্রমিকের অর্জিত ছুটির বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। প্রসূতিকালীন সুবিধায় প্রাপ্ত ছুটি প্রদানে উদ্যোগের আওতায় অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় প্রসব পূর্ব আট সপ্তাহ আগে প্রাপ্ত সুবিধাসহ প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোগের অংশ হিসেবে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ২৯টি থেকে ৩২টিতে উন্নীত করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে "শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা" নামক অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া বিজিএমইএ ও কলকারখানা অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে যে সকল কারখানায় ৫০০০-এর অধিক শ্রমিক রয়েছে এমন ৮০% কারখানাসমূহে স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অধিকাংশ কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং অধিকাংশ শ্রমিকের কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয় সেবার প্রতি শ্রমিকদের ইতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০১৮ সালে নিবন্ধিত ১০২টিসহ বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৭৫৩টি। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ ৬ মাসের মধ্যে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান করা হয়। এর অংশ হিসেবে ২০১৯ সালের মধ্যে ২৩৮৬টি (প্রায় ৭৫%) কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করা হয়; যেখানে ২০১৮ সালে মাত্র ৯০৯টি (১৬%) কারখানায় এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ আইন অনুযায়ী পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠনে নির্বাচনের বিধান অনুসারে কারখানাসমূহে নির্বাচনের মাধ্যমে ১২১০টি (৪০%) পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি রপ্তানি কার্যাদেশের ০.০৩ শতাংশ কর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় তহবিল গঠনের বিধান করা হয়েছে। মার্চ ২০১৯ সালে স্থিতি এফডিআরসহ তহবিলে ছিল ৯১ কোটি টাকা। সরকার কর্তৃক কেন্দ্রিয় তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বীমার সমন্বয়ে দুর্ঘটনা কবলিত প্রত্যেক শ্রমিককে ৫ লাখ টাকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২৮৪২ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে, বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত বন্ধ ৩টি কারখানার শ্রমিদের পাওনা বেতন, ১৫৯ জন অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা এবং ১৫৯ জন শ্রমিকের মেধাবি সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ মোট ৫৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নতুন অ্যাকর্ডে চাকুরিচ্যুত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণের বিধান করা হয়েছে। অন্যদিকে, শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ গ্রুপ বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩.১.৮ শুদ্ধাচার চর্চায় অগ্রগতি

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার চর্চায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, কলকারখানা অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তরের শাখা অফিসসমূহে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় রাজউকের সকল সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার শুদ্ধাচার চর্চার জন্য রাজউক ও কলকারখানা অধিদপ্তরে পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.২ পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

৩.২.১ আইন প্রয়োগে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন (২০১৩, ২০১৮) এর ২ (৪৯) ও ২ (৬৫) ধারায় পূর্বে যাদের নিয়োগ ও বহিষ্কার করার ক্ষমতা আছে তারাই মালিক হিসেবে গণ্য হতো, কিন্তু সংশোধনীতে মালিকের সংজ্ঞায়নে 'তদারকি কর্মকর্তাদের' অন্তর্ভুক্তি এবং শ্রমিকের সংকুচিত সংজ্ঞায়নে 'তদারকি কর্মকর্তাদের' বাদ দেওয়ায় তাদের শ্রমিক হিসেবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার হরণ করা হয়েছে। ধারা ১০৮ (২) এর ব্যবহার করে অধিকাল কর্মের ক্ষেত্রে পিস রেট ভিত্তিতে মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের অতিরিক্ত ভাতা প্রাপ্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ধারা ১১৮ অনুসারে উৎসব দিনে কাজ করার বিধানের মাধ্যমে শ্রমিকের প্রাপ্য উৎসব ছুটি প্রাপ্তির অধিকার হরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালে সরকারি কর্মচারীদের প্রসূতিকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ করা হলেও শ্রমিকের জন্য তা ১৬ সপ্তাহই রয়ে গেছে, যা রাষ্ট্র কর্তৃক অসম আচরণের শামিল। আবার শ্রমিকের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান হলেও মালিকের শাস্তি কমানো (ধারা, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০ ইত্যাদি) হয়েছে। এছাড়াও আইনের বিভিন্ন ধারার (ধারা-২৩(৪)(খ)(ছ), ২৭, ১৭৯(৫), ২৯১ ইত্যাদি) অপপ্রয়োগের সুযোগ বিদ্যমান। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি দ্বারা শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা মালিক কর্তৃক যৌথ দরকষাকষিতে প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এই বিধিমালায় কল্যাণ তহবিল থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে। ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯-এর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের ভোটের বিধানের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জটিল করা হয়েছে। এছাড়াও চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে চাকুরিকালীন সুবিধা না পেলে

শ্রম আদালতে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান না থাকা, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে আইনে অগ্রগতি হলেও শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি না হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আবার অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হলেও মালিকপক্ষের চাপে বিধিমালা অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দিয়েছে, যা অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঝুঁকি সৃষ্টির বিষয়টি অব্যাহত রেখেছে। এ বিধিমালায় মাসুল হালনাগাদ না হওয়ায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, রানা প্লাজার মালিক ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং শ্রম আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে, কিন্তু আসামিপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। এই দুর্ঘটনা মামলায় আসামিদের ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে রিভিশন মামলা দায়ের এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় সাক্ষ্য গ্রহণ না হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। আবার তাজরিন ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় ২০১৬ এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া স্পেকট্রাম ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুনানির জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমান এবং আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতির ঘাটতি বিদ্যমান।

৩.২.২ ব্যবসাবান্ধব নীতি সহায়তায় চ্যালেঞ্জ

ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি সহায়তা প্রদান হলেও উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তে কার্যাদেশের ওপর কর কর্তনের বিষয়টি মালিকপক্ষ কর্তৃক নেতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সংসদে উত্থাপিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় ২৬টি প্রতিষ্ঠান এ খাতভুক্ত এবং পোশাক খাতের খেলাপি ঋণ ১০,৭৯০ কোটি টাকা। এছাড়া সম্পূরক শিল্পে নীতি সহায়তায় ঘাটতি রয়েছে। যেমন, দেশি কাপড় ব্যবহারে রপ্তানির ৪% নগদ সহায়তার অর্থ প্রাপ্তিতে ৩-৪ বছরের দীর্ঘসূত্রতা এবং অর্থ প্রাপ্তির জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা কাপড় ও সূতা দেশীয় বাজারে বিক্রির ফলে সম্পূরক শিল্পের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৩.২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ (২০১৪) এবং বিকেন্দ্রিকরণ করা হলেও কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের জন্য আইএলও'র সহযোগিতায় এসওপি তৈরির গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়নি। এছাড়া শ্রম পরিদপ্তকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হলেও শক্তিশালী যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ না থাকায় সালিশি কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। রাজউকের কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে রাজউকের এখতিয়ারকে পাশ কাটিয়ে এখনও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভবন নকশা অনুমোদনের অভিযোগ বিদ্যমান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা না থাকায় এবং নিয়োগের অনুমতি না পাওয়ায় ১৪৭টি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক পদ পূরণ হয়নি। পরিদর্শক নিয়োগ না দেওয়ায় ৮০ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান পরিদর্শক সংখ্যা (৬৫২) অপ্রতুল। অন্যদিকে, শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না হওয়ায় দীর্ঘদিন শ্রমকর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান সম্ভব হয়নি। আরও দেখা যায় যে, ২০টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে এখনো ডাক্তার নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আবার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আইন ও অধিকার, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। এছাড়াও শ্রম অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে সনাতন প্রশিক্ষণ মডিউল ও যন্ত্রপাতি থাকায় যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানসমূহে লজিস্টিকস বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও শিল্পাঞ্চলে ১১টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ না হওয়া ও ৩০ মিটার উচ্চতার উর্ধ্বে কোনো ভবনের অগ্নি নির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসের লজিস্টিকস ঘাটতি বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা গ্রহণে সেবা গ্রহণকারীদের দক্ষতার ঘাটতি, অনলাইন সেবার প্রচারণার ঘাটতি এবং সেবা গ্রহণে সাড়া কম পাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। এছাড়া লিমা (LIMA) পরিচালনার ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিসমূহের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি ও ফ্যাক্টরি হতে প্রয়োজনীয় নথি প্রদানে অনাগ্রহ বিদ্যমান। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে অনলাইনে নথি সংযুক্ত করা সত্ত্বেও ম্যানুয়ালি নথি প্রদানে জোর দেওয়ায় বাড়তি বিড়ম্বনা সৃষ্টি হচ্ছে। রাজউকের অনলাইন সেবা গ্রহণে প্রচারণার ঘাটতি ও বাধ্যবাধকতা না থাকায় নকশা অনুমোদনের সেবা গ্রহণে সাড়া কম। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অনলাইনের পরিবর্তে ম্যানুয়ালি সেবাগ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া বিজিএমইএ-এর হেল্পলাইন সেবার প্রচারণার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। আবার একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় এখনও কারখানা মালিকদের ১৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সনদ নিতে হয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হলেও ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর না থাকার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস কমিটির কার্যপদ্ধতি পরিষ্কার না থাকায় ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হচ্ছে।

এর উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, সাম্প্রতিক (২০১৯) শ্রমিক আন্দোলনের সময় রানা প্লাজা পরবর্তী গঠিত ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের পরিবর্তে সরকার গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সাথে আলোচনা। এছাড়াও ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের আয়োজিত আলোচনা সভাসমূহে অনেক ক্ষেত্রে সভায় মালিকপক্ষের এজেন্ডা গ্রহণ করা হলেও শ্রমিক নেতাদের এজেন্ডা না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, রিমেডিয়েশন কার্যক্রমে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা গেছে।

৩.২.৪ কারখানা নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে চ্যালেঞ্জ

দেশি ও বিদেশি অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারে সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সমন্বিত উদ্যোগের প্রায় ২৮% (৮৮০টি) কারখানার অগ্রগতি ৫০% এর নিচে, যার অধিকাংশ কারখানা জাতীয় উদ্যোগে পরিচালিত (৭১১)। জাতীয় উদ্যোগভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারে ধীর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক সক্ষমতার অভাব এবং ভাড়া ভবনে অবস্থিত ৪০৭টি কারখানা সংস্কারে কৌশলগত চুক্তি না থাকা, মালিকদের অসহযোগিতা ও অনীহা, অধিকাংশ ফ্যাক্টরির সাবকন্ট্রাক্ট ব্যবস্থায় কাজ করার কারণে কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, বিজিএমইএ কর্তৃক সরকারি নির্দেশনা না মেনে ২০০ নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় ইউডি (ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন) সুবিধা অব্যাহত রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার বিভিন্ন কারণে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগভুক্ত মোট ১১৭১টি (পরিদর্শনকৃত কারখানার ২৭%) কারখানাসহ ১২৫০টি কারখানা বন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতি হয়েছে; যদিও বিজিএমইএ'র তথ্য মতে, ৮২০টি নতুন কারখানায় ৬.৫ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া নতুন বা স্থানান্তরিত ৯৫০টি কারখানা এখনও কোনো পরিদর্শন কার্যক্রমে যুক্ত হয়নি। উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক কারখানা সংস্কারে তহবিল গঠনের ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে জাইকা'র তহবিল দীর্ঘদিন ধরে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। আবার গ্রীন ফ্যাক্টরিতে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বায়ার কর্তৃক যথোপযুক্ত মূল্য প্রদান না করায় গ্রীন ফ্যাক্টরি তৈরিতে নিরুৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, পোশাক পল্লী তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও সাবকন্ট্রাক্টনির্ভর ও ছোট কারখানাসমূহ পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পোশাক পল্লী তৈরির পরিকল্পনার অগ্রগতি হয়নি। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্টনির্ভর কারখানার জন্য গাইডলাইন তৈরির উদ্যোগের কোনো অগ্রগতি নেই। আবার বায়ার প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কার্যক্রমের মেয়াদ পরবর্তী সরকারি উদ্যোগে সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সংস্কার বাস্তবায়নে আরসিসি'র কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি বিদ্যমান। পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবহন সুবিধা না থাকা এবং মালিকপক্ষের প্রভাব ও সিদ্ধান্তগ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার ঝুঁকির কারণে বায়ার সংগঠনের আস্থার অভাব রয়েছে। এছাড়া আরসিসি পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি বিষয়ে এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব বিদ্যমান। আবার আরসিসি'র সক্ষমতা নিরূপণ ও অ্যাকর্ড-এর কার্যক্রম হস্তান্তরের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (ট্রানজিশনাল মনিটরিং কমিটি- অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিকপক্ষের সংযুক্তি এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিকপক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম শেষে পরিদর্শনকৃত কারখানাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে আরসিসি কর্তৃপক্ষের কাছে না দেওয়ার ফলেও আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।

৩.২.৫ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ

জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের দায়েরকৃত ৪৯৪৭টি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার দৃষ্টান্তটি (২০১৩-২০১৯) মামলাজট ও দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। এছাড়া কলকারখানা অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অধীন বিভাগীয় দপ্তরসমূহে জবাবদিহিতার ঘাটতি বিদ্যমান। আবার হেল্পলাইন সেবার প্রচারণা না থাকায় এবং অভিযোগ প্রদানে আস্থার ঘাটতি থাকায় অধিকাংশ শ্রমিকের সরকারি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়নি। এছাড়া অধিকাংশ শ্রমিক অভিযোগের মাধ্যমে শুধুমাত্র পাওনা বেতন পেলেও অন্যান্য সুবিধা না পান না। আবার নির্ধারিত সময়ের (১৫ দিন) মধ্যে অভিযোগ সম্পন্ন করতে না পারার দৃষ্টান্তও রয়েছে। অন্যদিকে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হয়নি।

৩.২.৬ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ

প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কলকারখানা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংস্কার কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। এছাড়া কারখানা সংস্কার ও যাচাই পর্যালোচনা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার ঘাটতি

রয়েছে। অধিকাংশ (প্রায় ৭৫০টি) বায়ার কর্তৃক এখনও সাপ্লাই চেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ না করা হয়নি। আবার অনেক ক্ষেত্রেই কমপ্লায়েন্ট কারখানা কর্তৃক শ্রমিকদের বেতন প্রদানে পে-স্লিপ না দেওয়ার চর্চা বিদ্যমান। কিছু কারখানার বিরুদ্ধে বিজিএমইএ তৈরিকৃত সেন্ট্রাল ডাটাবেজের বায়োমেট্রিক তথ্যের অপব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। যেমন, শ্রমিক ব্ল্যাকলিস্ট করা এবং কারখানার প্রবেশদ্বারে নাম টাঙ্গিয়ে দেওয়া। এছাড়া এর মাধ্যমে এক কারখানার চাকুরিচ্যুত শ্রমিককে অন্য কারখানায় চাকুরি পেতে বাধার সৃষ্টি করা হয়।

৩.২.৭ শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ

মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মজুরি পর্যালোচনা এবং ন্যূন্যতম মজুরি নির্ধারণ করা হলেও অধিকাংশ সাবকন্ট্রাক্টনির্ভর কারখানায় ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা হয় না। প্রকৃত হিসেবে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে যে মূল মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে তা বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর পাশাপাশি শ্রমিকের উৎসব ভাতা, ওভারটাইমের মজুরি, এবং ছাটাই বা অবসরকালীন আইনানুগ পাওনার পরিমাণও কমে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। মূল মজুরি বৃদ্ধির পরিমান বিভিন্ন গ্রেডে ২৩-৩৬% দাবি করা হলেও এ ক্ষেত্রে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট আমলে নেওয়া হয়নি। ফলে দেখা যায় যারা ২০১৩ হতে ২০১৮ পর্যন্ত কর্মরত আছেন তাদের ক্ষেত্রে মূল মজুরি যা হওয়া উচিত তা থেকে বিভিন্ন গ্রেডে গড়ে ২৬% কম পাচ্ছেন। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মজুরী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৎসরিক ৫% ইনক্রিমেন্টসহ বৃদ্ধির বিষয়টি আমলে আনা হচ্ছে না। অথচ বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত গ্যাজেট নোটিফিকেশন এস.আর.ও নং ৩৪৫, নভেম্বর ২৫, ২০১৮ অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে ইনক্রিমেন্ট সহ বেতন বৃদ্ধি করার কথা। এছাড়া গ্রেড নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি না থাকায় মালিকপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী গ্রেড নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে অসঙ্গত মজুরি বৃদ্ধির কারণে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৫টি মামলা দায়ের এবং পাঁচ হাজার শ্রমিককে আসামি করা হয়। এছাড়া প্রায় ১৬৮টি কারখানায় প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা, ৪০ বছর উর্ধ্ব শ্রমিক এবং নানা অজুহাতে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি এবং জোর করে ইস্তাফাপত্রে সাক্ষ্য নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় চাকুরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার মজুরি বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেলেও বায়ারদের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে অনাগ্রহও দেখা গিয়েছে। এছাড়া শ্রমিকের মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রতিদিন দু'ঘন্টা অতিরিক্ত কর্মঘন্টা নির্ধারণের এবং শ্রমিকের ছুটি প্রাপ্তির অধিকার ঝুঁকির সম্মুখীন করে তুলেছে। গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় মজুরি বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন টার্গেট প্রায় ৩০-৩৬% বৃদ্ধি করার অভিযোগ অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধিকাংশ কারখানায় টার্গেট পূরণের চাপে শ্রমিকরা টয়লেটে যেতে কিংবা কাজ থেকে উঠতে পারে না। কোনো কোনো কারখানা টার্গেট পূরণ না হলে মজুরিবিহীন অতিরিক্ত সময়ে কাজ করিয়ে নেয়। আবার অধিকাংশ কারখানার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও গালমন্দ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, অধিকাংশ শ্রমিক তাদের প্রাপ্য ছুটি সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। তাছাড়া কারখানাগুলোও শ্রমিকদের প্রাপ্য ছুটি সম্পর্কে জানায় না কিংবা ছুটি প্রদান করে না। আবার প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদান এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোগ নেওয়া হলেও কোনো কোনো কারখানার বিরুদ্ধে এখনও প্রসূতিকালীন সময়ে শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করার অভিযোগ রয়েছে। আবার অধিকাংশ নারী শ্রমিকের উৎপাদন টার্গেট পূরণের চাপের কারণে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা এবং কর্মঅনীহা সৃষ্টি হচ্ছে।

২৯টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র পুরনো বৃহৎ শিল্প স্থান বিবেচনায় তৈরির ফলে বর্তমানে গড়ে ওঠা শিল্প নিবিড় স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। ফলে শ্রম অধিদপ্তরের প্রদেয় সেবা (স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন) হতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আইনগতভাবে যে হারে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা তা দেওয়া হয়নি। একটি বড় কারখানায় একজন মাত্র কল্যাণ কর্মকর্তা যথেষ্ঠ নয়। আবার ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী মাত্র ৩% কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি রয়েছে, যেখানে মালিকপক্ষ নিয়ন্ত্রিত অধিকাংশ ইউনিয়ন (পকেট ইউনিয়ন) এবং নেতৃত্বের কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির চর্চা রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি, স্থানীয় মাস্তান ও ঝুট ব্যবসায়ীদের দ্বারা হুমকি, মারধর ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগও রয়েছে। শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ ৬ মাসের মধ্যে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও কোনো ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি কার্যকর না থাকা এবং নিয়মিত প্রতিমাসে ফায়ার ড্রিল না হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্টিসিপেটরি কমিটি কার্যকর না হওয়ার ফলে যৌথ দরকষাকষি ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিটি রপ্তানি কার্যাদেশের ০.০৩ শতাংশ কর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় তহবিল গঠন এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ গ্রুপ বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিলের আপদকালীন হিসাব থেকে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম এবং বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের পাওনা বাবদ অর্থ পরিশোধের কারণে কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। আবার সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইএলও কনভেনশন (১২১)-এ স্বাক্ষর না করার

বিষয়টি উদ্বেগজনক। এছাড়া শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮-এ ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি পেলেও এখনও তা অপ্রতুল। অন্যদিকে, অ্যালায়েন্স পরিদর্শনে প্রায় ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হলেও মাত্র দুটি কারখানার মাত্র ৬,৬৭৬ জন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। আবার দায় এড়ানোর জন্য কারখানা বন্ধের পরিবর্তে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, যা কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার শামিল। অন্যদিকে, রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই বেঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ায় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৩.২.৮ শুদ্ধাচার চর্চায় চ্যালেঞ্জ

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার চর্চায় কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১০-১৫ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইসেন্স অনুমোদনে ৫০-৬০ হাজার টাকা, নবায়নে ৫-৭ হাজার টাকা এবং মাস্টার লে-আউট অনুমোদনে ৫০-৭০ হাজার টাকা, লে-আউট সংশোধনে ১৫-২০ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ তদন্তে মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যা শ্রমিক নিপীড়ন ও চাকুরিচ্যুতির সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর ফলে শ্রমিক কর্তৃক অভিযোগ প্রদানে আস্থার ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি রয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো শ্রম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারখানার পিসি কমিটির নির্বাচনের সময় শ্রমিকদের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে এবং নামসর্বস্ব শ্রমিক নেতাদের যোগসাজশে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন জমা হয়েছে এরূপ ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে মালিকপক্ষের কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

৪. উপসংহার

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী ছয় বছরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে কারখানা নিরাপত্তা, তদারকি, শ্রমিকের মজুরি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লক্ষণীয়। মালিকপক্ষ কর্তৃক রপ্তানি বৃদ্ধি ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি হলেও ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, পরিদর্শক নিয়োগ, অনলাইন সেবাসমূহ ব্যবহারবান্ধব করা ইত্যাদি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। অন্যদিকে, শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিকপক্ষের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। শ্রম আইন যতটা না শ্রমিক স্বার্থে প্রয়োগ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে মালিকপক্ষ কর্তৃক এই আইনের সুবিধা নিয়ে শ্রমিকদের চাকুরি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে। "ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯" জারি করার মাধ্যমে ইপিজেডে অবস্থিত কারখানাসমূহে কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কার্যকর বিধান প্রণয়ন করা হলেও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে এখনও আইনি সীমাদ্ধতা বিদ্যমান। সেগুলোর মধ্যে শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, সংগঠন করার অধিকার, অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। এছাড়া শান্তিপূর্ণ শ্রম পরিবেশ বজায় রাখা এবং এ খাতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মালিক, সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে তৈরি পোশাক খাতের জন্য গঠিত ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর না থাকায় অশান্ত শ্রম পরিবেশ সৃষ্টির ঝুঁকি বিদ্যমান। অন্যদিকে, বায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলেও জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহে তেমন অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এ খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি বিদ্যমান। আবার বায়ার প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ পরবর্তীতে কারখানা নিরাপত্তা টেকসইকরণে গঠিত রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতির কারণে নিরাপত্তাসহ অগ্রগতি যা হয়েছে তা টেকসই না হওয়ার ঝুঁকি রয়ে গিয়েছে। এছাড়া মজুরি বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট আন্দোলন পরবর্তী বিভিন্ন অভিযোগে শ্রমিক ছাঁটাই ও মামলার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন নীতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সম্পূরক শিল্পে নীতি সুবিধার ঘাটতির কারণে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি বিদ্যমান। সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫. সুপারিশ

উপরোক্ত গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছে:

ক্রম	সুপারিশমালা
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে
২	শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮ এবং ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ ২০১৯-এ বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করা - বিশেষ করে শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে নিয়োগকারীর একচ্ছত্র ক্ষমতা বিলোপ করা; শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি; চাকুরির

	অবসানে শ্রমিকের প্রাপ্য ও আর্থিক সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি; মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা বৃদ্ধি; সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে
৩	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে
৪	শ্রম অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা নিশ্চিতে • নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করে পরিদর্শকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে • শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চলসমূহে প্রতিস্থাপন করতে হবে • ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ মডিউল ও যন্ত্রপাতি যুগোপযোগী করতে হবে
৫	শ্রমিক আন্দোলন পরবর্তী চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকুরিতে পুনর্বহালের ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়েরকৃত উদ্দেশ্যমূলক মামলাসমূহ প্রত্যাহার করার মাধ্যমে ভয়-ভীতিহীন শান্তিপূর্ণ শ্রম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে
৬	মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে
৭	সাব-কন্ট্রাক্টনির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এ সকল কারখানার মালিকদের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে
৮	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদারদের নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ হবে
৯	কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে
১০	ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট কার্যবিধি প্রণয়ন, নির্দিষ্ট আলোচ্য সূচি অনুসরণ, সকল পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে নাগরিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা
১১	তৈরি পোশাক খাতের সম্পূরক শিল্পে প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে
১২	রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে- • সরকার, বায়ার ও আইএলও'র সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসি'র আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে • কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে - এক্ষেত্রে কারখানাসমূহের সংস্কার প্রতিবেদন নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রকৌশলীদের মাঠ প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে • কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে • কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে